জাতীয় শোক দিবসে মেহেরপুর বিচার বিভাগের আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা বিচার বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। শনিবার দিনের শুরুতেই যথাযথ মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

পরে মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের সম্মেলন কক্ষে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস এম আব্দুস ছালামের সভাপতিতে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিরন নাহার, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ কেরামত আলী, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য্য, জিপি শাহজাহান আলী, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও এপিপি অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, এস এম শফি, সাবেক সম্পাদক ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মতিউল আশরাফ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পুলিশের জাতীয় শোক দিবস পালন

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ। শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, হাসিবুল আলম,ডি আই ও ওয়ান ফারুক হোসেন, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা, ডিবির ওসি

জুলফিকার আলী, টিআই জাহাঙ্গীর আলম, পিএস আই শুভ কুমার, এস আই জানে আলম, কনস্টেবল সুমন আহমেদ, সাদিয়া ফারহানা প্রমূখ। পরে ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় ।

এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পুলিশ লাইনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পণ করা হয়। পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম ও হাসিবুল আলম এসময় উপস্থিত ছিলেন।
মেপ্র/এমএফআর

শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন।

শনিবার সকালে ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি।

করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যে দলীয় কর্মসূচি সীমিত আকারে পালন করার কথা থাকলেও ধানমণ্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দলীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার মানুষের উপচে পড়া ভীড় দেখা যায়।

সকাল সাড়ে ৫টায় রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে তার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সবার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য খুলে দেয়া হয়।

পরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ১৪ দলের নেতারা।

এসময় মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুব মহিলা লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি হাজারো মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়।

সকাল ৬টার মধ্যেই অগণিত মানুষের পদচারণায় ভরে ওঠে ৩২ নম্বর সড়ক। হাতে কালো ব্যানার ও বুকে কালোব্যাজ ধারণ করে নারী-পুরুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের মানুষ। করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হওয়ার ভয় থাকলেও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে হাজারো মানুষ।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, তরিকত ফেডারেশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় প্রেস ক্লাব, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদ, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ বেতার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, শেখ রাসেল শিশু সংসদ, বিভিন্ন রাষ্টায়ত্ত ব্যাংকের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টে নিহতদের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর সাজাপ্রাপ্ত

খুনিদের ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠন করতে হবে, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে হবে এটাই আমাদের লক্ষ্য।

সূত্র- যুগান্তর

মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী ও ভাষাসংগ্রামী মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ শনিবার পৃথক শোকবার্তায় এ শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, মুর্তজা বশীরের মৃত্যু দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তার সৃষ্টি ও কর্ম তরুণ প্রজন্মের জন্য চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অপর এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, দেশের চিত্রকলার বিকাশে মুর্তজা বশীর যে অনন্য অবদান রেখেছেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্ররেণা যুগিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

করোনা আক্রান্ত এ শিল্পী রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার (১৫ আগস্ট) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

গাংনীতে বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন

বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্য দিয়ে গাংনী উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রজমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকি উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে শনিবার সকাল ৮ টার দিকে উপজেলা আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে বাসস্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পণ শেষে একটি শোক র্যালী রেজাউল চত্বর থেকে গাংনী অডিটরিয়ামে এসে শেষ হয়।

অডিটরিয়ামে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা। এ সময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, বামুন্দি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসসহ উপজেলা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকার ৯ টার দিকে গাংনী মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম, এ খালেক।

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম সাহাবুদ্দিন, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুর রহমান, গাংনী পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএম নিরাপদ দাস, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী প্রমুখ।

অন্যদিকে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, জাতীয় ও শোক পতাকা উত্তোলন,দোয়া মোনাজাত,আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এনজিও অফিস,ক্লাব,ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি শোকদিবসের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

খুনিদের ফেরাতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঁচ খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

শনিবার জাতীয় শোক দিবসে বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টের শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘জাতীয় শোক দিবসে যারা জন্মদিন পালন করতো, সেটি এবার না করে কেক কাটার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসায় জনগণ স্বস্তি পেয়েছে। ’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বারাদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের শোক দিবস পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার নব গঠিত বারাদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ শোক দিবস পালন করেছেন।

বারাদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ের সামনে সকাল ৬◌ঃ৩০ মিনিটে ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন বারাদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ।
‌
এসময় উপস্থিত ছিলেন, বারাদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শামীম ফেরদোস, বারাদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবিন্দ।

গাংনীতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে শিক্ষানবীশ আইনজীবীর মৃত্যু

করোনাভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করে জীবন যুদ্ধে হার মনলেন গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের শিক্ষানবীশ আইনজীবী আবুল কালাম আজাদ । করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন তিনি।

আজ শনিবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন)।

মত্যু কালে এ শিক্ষানবীশ আইনজীবীর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। আবুল কালাম আজাদ সাহেবনগর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে। মরদেহ নিজ বাড়িতে

আনার পর বিশেষ ব্যবস্থায় আজ সন্ধ্যায় দাফন হবে বলে পারিবারিক ভাবে সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া বসবাস করতেন। ইবি সান্ধ্যকালিন এল.এল.এম ৫ম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। এছাড়াও কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতে শিক্ষানবীশ আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন।

পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন আগে তিনি করোনাভাইরাস শনাক্ত হন। কুষ্টিয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কয়েকদিন ধরে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে অবশেষে জীবনযুদ্ধে হারমানতে হয় তাকে ।

সীমিত পরিসরে মুজিবনগরে জাতীয় শোক দিবস পালিত

করোনা মহামারির কারনে মুজিবনগরে সীমিত পরিসরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে মুজিবনগর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় মুজিবনগর মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মতিৃ কমপ্লেক্স এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)আব্দুল হাশেম। এরপর মুজিবনগর টুরিষ্ট পুলিশ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,উপজেলা আওয়ামীলীগ, উপজেলা ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

এ সময় মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল বিভিন্ন নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা মিলনয়াতনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনির উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব এর সণ্ঞ্চালনায় বঙ্গবন্ধুর জীবনি ও আদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, মুজিবনগর থানা ইনচার্য ওসি আব্দুল হাশেম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ড সহ সুধিজন।

আলমডাঙ্গায় যুবক অপহরণ, মুক্তিপণে বাড়ি লিখে নেওয়ার অভিযোগ

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্ত এরই মধ্যে মালদ্বীপ প্রবাসী ঘোষবিলা গ্রামের

ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরন করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারন করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে শনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্ত এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরনের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, মাহিন উদ্দিন গ্রামে থেকে তার ছেলেকে দিয়ে এই চক্রান্ত করেছে। এখন তিনি পুরোপুরি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। থানায় আর্জি জানিয়ে তিনি এই চক্রান্তের সুষ্ঠু বিচার চান।